সত্যের সংকেত

মুহাম্মাদ মুশফিকুর রহমান মিনার

শারঈ সম্পাদক

মুফতি মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান

রাইয়ান প্রকাশন

লেখকের কথা

যাবতীয় প্রশংসা একমাত্র মহান আল্লাহর, যিনি সমস্ত জ্ঞানের উৎস, সমস্ত কল্যাণের মালিক। অগণিত দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ও রাসুল মুহাম্মাদ ﷺ-এর প্রতি, যিনি মানবজাতিকে সরল পথের দিশা দেখিয়েছেন।

মানুষের জিজ্ঞাসার শুরু সেই মুহূর্তে, যখন সে নিজ স্রষ্টাকে চিনতে চেয়েছে। স্রষ্টার প্রতি বিশ্বাস এবং জীবনব্যবস্থা হিসেবে ইসলাম গ্রহণের পথে মানুষের মনে অনেক সময় নানা প্রশ্ন ও সংশয়ের উদয় হয়। বর্তমান সময়ে এগুলোকে ব্যবহার করে ইসলামবিরোধীরা মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে। অথচ এই প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজে পাওয়া যায় ইসলামের মৌলিক শিক্ষায়। 'সত্যের সংকেত' বইটি এমন কিছু প্রশ্ন ও সংশয়ের উত্তর খুঁজতে পাঠকদেরকে সহায়তা করবে বলে আমি আশা করি। অসত্যের জবাবে সত্যের নানাবিধ সংকেত নিয়েই এই বইটি।

বইটিতে মোট উনিশটি প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছে। প্রতিটি প্রবন্ধ একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর ভিত্তি করে রচিত। ইসলামবিরোধীরা নারীদের ব্যাপারে ইসলামের বিধানের ব্যাপারে বিভিন্ন প্রশ্ন উত্থাপন করে এবং জাহান্নামে নারীদের আধিক্য সংক্রান্ত হাদিস দেখিয়ে ইসলামকে নারীবিদ্বেষী ধর্ম বলে অপবাদ দেয়। এই অভিযোগগুলোর খণ্ডনে "হিজাব কি নারীর নিরাপত্তা দেয়?" এবং "নারীদের অধিক জাহান্নামী হওয়া এবং বুদ্ধির ত্রুটি থাকা সংক্রান্ত হাদিসের পর্যালোচনা" এই প্রবন্ধগুলো। নবী আদম ﷺ-এর ৬০ হাত উচ্চতাবিশিষ্ট হওয়া এবং সূর্যের আরশের নিচে সিজদা সংক্রান্ত হাদিসের তথ্য নিয়ে নাস্তিক-মুক্তমনারা এ সংক্রান্ত হাদিসসমূহকে অবৈজ্ঞানিক এবং অবাস্তব হওয়ার অভিযোগ করে। এর জবাবে "আদম ﷺ-এর ৬০ হাত উচ্চতা, ইসলামবিরোধীদের আপত্তি এবং আমাদের জবাব" এবং "সূর্যের আরশের নিচে সিজদা করা সংক্রান্ত হাদিসের পর্যালোচনা" প্রবন্ধগুলো।

ফিলিস্তিন-ইস্রায়েল ইস্যু নিয়ে জায়নবাদীদের (Zionists) অপপ্রচারের কোনো শেষ নেই। তারা নিজ অপকর্ম আড়াল করার জন্য হাদিসের কিছু তথ্য দেখিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করে এই সংকটের মূলে নাকি ইসলাম! এ যেন কারও জিনিস চুরি করে সেই জিনিসের মালিককেই চুরির দায়ে অভিযুক্ত করা। এহেন মিথ্যাচারের খণ্ডনে "ইহুদি ও মুসলিমদের যুদ্ধ, গাছ ও পাথরের কথা বলা সংক্রান্ত হাদিস—ইসলামে কি ইহুদিদের উপর নির্বিচার গণহত্যার আদেশ আছে?" প্রবন্ধটি। ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিম নাগরিকদের সাথে অমানবিক আচরণ করা হয় এমন অভিযোগের জবাবে "ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিম নাগরিকদেরকে কি অন্যায়ভাবে অপমান-অপদস্থ করা হয়?" প্রবন্ধটি। ফেরেশতাদের ব্যাপারে ইসলামী বিশ্বাস নিয়ে নাস্তিকদের কিছু অভিযোগের জবাবে "আল্লাহ অমুখাপেক্ষী হলে ফেরেশতাদের কেন সৃষ্টি করলেন?" এবং "মহাকাশে বায়ু নেই, তাহলে ফেরেশতাদের ডানা থাকে কেন?" এই প্রবন্ধগুলো।

নবী ﷺ-এর বিরুদ্ধে নাস্তিক-মুক্তমনারা নৈতিকতা সংক্রান্ত নানা বিষয়ে অভিযোগ করে। এসব অভিযোগের জবাবে "নবী ﷺ কি কুরআনের বিধান অমান্য করে নিষিদ্ধ হওয়ার পরেও পুনরায় বিবাহ করেছেন (নাউযুবিল্লাহ)?" এবং "মারিয়া কিবতিয়ার ﵂ ব্যাপারে অপবাদের ঘটনা—নবী ﷺ কি বিনা বিচারে হত্যার আদেশ দিতেন?" এই প্রবন্ধগুলো। নবী ﷺ-এর ব্যাপারে আরও একটি নোংরা অভিযোগের জবাবে "আবু তালিব ও নবী ﷺ-কে নিয়ে ইসলামবিরোধীদের অশালীন অভিযোগ ও এর জবাব" প্রবন্ধটি। কুরআন ও হাদিসে কিছু অসংগতি ও ভুলের অভিযোগের জবাবে "সুরা আহযাবের ৩২ ও ৩৩ নং আয়াতে কি ব্যাকরণগত ভুল আছে?" ও "কিয়ামতের প্রথম আলামত কী? এ প্রসঙ্গে হাদিসের তথ্যে কি অসংগতি আছে?" এই প্রবন্ধগুলো। সমাজে বিভিন্ন ভ্রান্ত বিশ্বাস প্রচলিত আছে যার সাথে ইসলামকে সংশ্লিষ্ট করে অনেক সময় ইসলামবিরোধীরা ইসলামকে প্রশ্নবিদ্ধ করে। এমন কিছু ভ্রান্ত বিশ্বাসের অপনোদন ও ইসলামবিরোধীদের জবাবে "তাকবির দিলে কি আগুন নেভে?" এবং "আগুনে সবকিছু পুড়ে গেলেও পোড়েনি কুরআন!" এই প্রবন্ধগুলো।

নবী ইব্রাহিম ﵇-এর নিজ পুত্র কুরবানী করার পরীক্ষার বিষয়টিকে কেন্দ্র করে ইসলামবিরোধীরা কিছু নৈতিক প্রশ্ন উত্থাপন করে। একই সাথে ইসলামী বিশ্বাস সংক্রান্ত আরেকটি প্রশ্ন তারা নিয়ে আসে—আল্লাহ ﷻ সবকিছু আগে থেকেই

জানলে মানুষকে পরীক্ষা করার হেতু কী? এসব সংশয়ের অপনোদন করে "একজন দয়ালু স্রষ্টা কী করে কারও পুত্রকে জবাই করতে বলে পরীক্ষা নিতে পারেন?" এবং "আল্লাহ যদি আগে থেকেই সবকিছু জেনে থাকেন তাহলে কেন মানুষের পরীক্ষা নেন?" এই প্রবন্ধগুলো। মুসলিমদের ঈদ উদযাপনকে প্রশ্নবিদ্ধ করতেও নাস্তিক-মুক্তমনারা পিছিয়ে নেই। তাদের এহেন অপপ্রয়াসের খণ্ডনে "ঈদ কি হাসতে শেখায়? ভালোবাসতে শেখায়?" প্রবন্ধটি।

আমার এই রচনার পেছনে এবং সকল দাওয়াতী কাজে অনেক মানুষেরই অবদান ও সহায়তা রয়েছে। আল্লাহ ﷻ তাঁদের সকলকে উত্তম প্রতিদান দিন। বিশেষ করে দুইজন মানুষের কথা উল্লেখ না করলেই নয়। উস্তায মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ মৃধা (হাফি.) এবং উস্তায মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান (হাফি.)। তাঁরা উভয়ই আমাকে সর্বদা নসিহা ও দিক-নির্দেশনা দিয়ে থাকেন। শেষোক্ত জন এই বইয়ের সম্মানিত শারঈ সম্পাদক যিনি শত ব্যস্ততার মাঝেও অত্যন্ত আমানতদারীর সঙ্গে বইটি শারঈ সম্পাদনা করে দিয়েছেন। আল্লাহ ﷻ উভয় উস্তাযকে কবুল করুন এবং অনেক গুণে বৃদ্ধি করে উত্তম প্রতিদান দিন।

আশা করি বইটি মুসলিম পাঠকদের ঈমানকে মজবুত করতে এবং অমুসলিমদের মনে ইসলামের ব্যাপারে সংশয় দূর করতে ও আগ্রহ জাগাতে সহায়তা করবে। এই বইটি লেখার পেছনে আমার একমাত্র লক্ষ্য মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি। কোনো ভুলত্রুটি থাকলে তা আমার জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা ও শয়তানের প্ররোচনার জন্য। আল্লাহ যেন এ প্রচেষ্টাকে কবুল করেন এবং এটি যেন সকল পাঠকের জন্য কল্যাণের কারণ হয়ে ওঠে।

মুহাম্মাদ মুশফিকুর রহমান মিনার
www.facebook.com/mdmushfiqur.rahmanminar
minar.dawah@gmail.com
www.response-to-anti-islam.com
২১ জমাদিউস সানি ১৪৪৬
২৪শে ডিসেম্বর ২০২৪

সূচিপত্র

হিজাব কি নারীর নিরাপত্তা দেয়? ১১

নারীদের অধিক জাহান্নামী হওয়া এবং বুদ্ধির ত্রুটি থাকা সংক্রান্ত হাদিসের পর্যালোচনা..... ১৪

আদম ﷺ-এর ৬০ হাত উচ্চতা প্রসঙ্গ, ইসলামবিরোধীদের আপত্তি এবং আমাদের জবাব ২৭

ইহুদি ও মুসলিমদের যুদ্ধ, গাছ ও পাথরের কথা বলা সংক্রান্ত হাদিসের পর্যালোচনা-ইসলামে কি ইহুদিদের উপর নির্বিচার গণহত্যার আদেশ আছে? ৪২

সূর্যের আরশের নিচে সিজদা করা সংক্রান্ত হাদিসের পর্যালোচনা ৪৮

আল্লাহ অমুখাপেক্ষী হলে ফেরেশতাদের কেন সৃষ্টি করলেন? ৬৩

মহাকাশে বায়ু নেই, তাহলে ফেরেশতাদের ডানা থাকে কেন? ৬৬

ইসলামে কৃষিকাজ ও চাষাবাদ কি নিষিদ্ধ বা নিন্দনীয় কাজ? ৭১

মারিয়া কিবতিয়ার ﷺ ব্যাপারে অপবাদের ঘটনা-নবী ﷺ কি বিনা বিচারে হত্যার আদেশ দিতেন? ৭৯

নবী ﷺ কি কুরআনের বিধান অমান্য করে নিষিদ্ধ হওয়ার পরেও পুনরায় বিবাহ করেছেন (নাউযুবিল্লাহ)?..... ৮৬

আবু তালিব ও নবী ﷺ-কে নিয়ে ইসলামবিরোধীদের অশালীন অভিযোগ ও এর জবাব.....৯০
ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিম নাগরিকদেরকে কি অন্যায়ভাবে অপমান-অপদস্থ করা হয়? ৯৭
কিয়ামতের প্রথম আলামত কী? এ প্রসঙ্গে হাদিসের তথ্যে কি অসংগতি আছে? ১১০
সুরা আহযাবের ৩২ ও ৩৩ নং আয়াতে কি ব্যাকরণগত ভুল আছে? ১১৬
'আল্লাহু আকবার' বললে বা তাকবির দিলে কি আগুন নেভে?..... ১২০
আগুনে সবকিছু পুড়ে গেলেও পোড়েনি কুরআন!.....১২২
একজন দয়ালু স্রষ্টা কী করে কারও পুত্রকে জবাই করতে বলে পরীক্ষা নিতে পারেন? ১২৫
আল্লাহ যদি আগে থেকেই সবকিছু জেনে থাকেন তাহলে কেন মানুষের পরীক্ষা নেন? ১২৯
ঈদ কি হাসতে শেখায়? ভালোবাসতে শেখায়?.....১৩৯



আদম ﷺ-এর ৬০ হাত উচ্চতা প্রসঙ্গ, ইসলামবিরোধীদের আপত্তি এবং আমাদের জবাব

অভিযোগ:

নাস্তিকদের একটি ব্লগে বলা হয়েছে,

> "ইসলামি বিশ্বাস হচ্ছে, প্রথম মানব আদমের উচ্চতা ছিল ৯০ ফুট বা ৬০ হাত। ৯০ ফুট কোনো মানুষ থাকলে সে কিছুতেই পৃথিবীতে দুই পায়ে ভর করে চলাফেরা করতে পারবে না, ব্যালেন্সও ঠিক রাখতে পারবে না। স্কয়ার কিউব ল অনুসারে, একটি শেইপকে বৃদ্ধি করা হলে এর ভলিউম এবং সার্ফেস এরিয়া চক্রবৃদ্ধি হারে বেড়ে যাবে। যার ফলে একজন ৯০ ফুট লম্বা মানুষের ভর হবে অনেক অনেক বেশি, মানুষের হাড় যা বহন করতে পারবে না। একইসাথে, সে হাঁটাচলাও করতে পারবে না। কারণ দুই পায়ে তখন ব্যালেন্স ঠিক থাকবে না।"

জবাব:

প্রথমত:

বেশ কিছু হাদিসে বলা হয়েছে আল্লাহ ﷻ আদম ﷺ-কে ৬০ হাত উচ্চতাবিশিষ্ট করে সৃষ্টি করেছেন। হাদিসগুলো নিঃসন্দেহে সহীহ। অতএব এটি একটি ইসলামী বিশ্বাস যে আল্লাহ ﷻ আদম ﷺ-কে ৬০ হাত উচ্চতা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। এই মর্মে একটি হাদিস,

> عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ، طُولُهُ سِتُّونَ ذِرَاعًا، فَلَمَّا خَلَقَهُ قَالَ اذْهَبْ فَسَلِّمْ عَلَى أُولَئِكَ النَّفَرِ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ جُلُوسٌ، فَاسْتَمِعْ مَا يُحَيُّونَكَ، فَإِنَّهَا تَحِيَّتُكَ وَتَحِيَّةُ ذُرِّيَّتِكَ. فَقَالَ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ. فَقَالُوا السَّلاَمُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ.

فَزَادُوهُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، فَكُلُّ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ آدَمَ، فَلَمْ يَزَلِ الْخَلْقُ يَنْقُصُ بَعْدُ حَتَّى الآنَ ".

"আবূ হুরাইরাহ ﷺ হতে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন, আল্লাহ ﷻ আদম ﷺ-কে তাঁর যথাযোগ্য গঠনে সৃষ্টি করেছেন, **তাঁর উচ্চতা ছিল ষাট হাত।** তিনি তাঁকে সৃষ্টি করে বললেন, তুমি যাও। উপবিষ্ট ফেরেশতাদের এই দলকে সালাম করো এবং তুমি মনোযোগ সহকারে শুনবে তারা তোমার সালামের কী জবাব দেয়? কারণ এটাই হবে তোমার ও তোমার বংশধরের সম্ভাষণ (তাহিয়্যা)। তাই তিনি গিয়ে বললেন, 'আসসালামু আলাইকুম'। তাঁরা জবাবে বললেন, 'আসসালামু আলাইকা ওয়া রহমাতুল্লাহ'। তাঁরা বাড়িয়ে বললেন, 'ওয়া রহমাতুল্লাহ' বাক্যটি। তারপর নবী ﷺ আরও বললেন, যারা জান্নাতে প্রবেশ করবে তারা আদম ﷺ-এর আকৃতিবিশিষ্ট হবে। **তারপর থেকে এ পর্যন্ত মানুষের আকৃতি ক্রমশ কমে আসছে।**"[২৬]

এই হাদিসের ব্যাখ্যায় ইমাম ইবন হাজার আসকালানী ﷺ উল্লেখ করেছেন,

أَيْ أَنَّ كُلَّ قَرْنٍ يَكُونُ نَشَأَتُهُ فِي الطُّولِ أَقْصَرَ مِنَ الْقَرْنِ الَّذِي قَبْلَهُ فَانْتَهَى تَنَاقُصُ الطُّولِ إِلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ

"অর্থাৎ প্রত্যেক প্রজন্মে পূর্বের প্রজন্মের চেয়ে সবাই খাটো হয়ে আসছে। আর এই উচ্চতা কমার প্রক্রিয়া এই উম্মাহ পর্যন্ত বজায় আছে।"[২৭]

দ্বিতীয়ত:

আদম ﷺ কোনো সাধারণ মানুষ ছিলেন না। আল কুরআনে উল্লেখ আছে যে, আল্লাহ তাঁকে নিজ হাতে সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁর মাঝে রূহ সঞ্চার করেছেন। আদম ﷺ ছাড়া অন্য কোনো জীবকে তিনি এভাবে সৃষ্টি করেননি।

---

২৬. সহীহ বুখারী, হাদিস নং: ৬২২৭

২৭. ফাতহুল বারী-ইবন হাজার আসকালানী, খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ৩৬৭

فَاِذَا سَوَّيْتُهٗ وَ نَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِيْ فَقَعُوْا لَهٗ سٰجِدِيْنَ

"অতঃপর যখন আমি তাকে সুষম করব এবং **তাতে আমার রূহ সঞ্চার করব,** তখন তোমরা তার প্রতি সিজদাবনত হয়ো।"

قَالَ يٰۤاِبْلِيْسُ مَا مَنَعَكَ اَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ ؕ اَسْتَكْبَرْتَ اَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِيْنَ

"তিনি বললেন, হে ইবলিস! আমি **যাকে আমার দু-হাতে সৃষ্টি করেছি,** তার প্রতি সিজদাবনত হতে তোমাকে কীসে বাধা দিল? তুমি কি ঔদ্ধত্য প্রকাশ করলে, না তুমি অধিকতর উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন?"[২৮]

ইমাম দারেমী ﵀ বলেন, **'আল্লাহ্ নিজ হাত দিয়ে স্পর্শ করে আদমকে সৃষ্টি করেছেন। তিনি ছাড়া অন্য কোন জীবকে তাঁর হস্তদ্বয় দিয়ে সৃষ্টি করেননি।** এ কারণে আদম ﵇-কে বিশেষিত করেছেন, মর্যাদা দিয়েছেন এবং এটাকে উল্লেখ করে আদমকে সম্মানিত করেছেন।'[২৯]

দারেমী, লালাকায়ি ও আজুর্‌রি এবং অন্যান্য আলেম সহিহ্ সনদে ইবনে উমর ﵄ থেকে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি বলেন, **'আল্লাহ্ চারটি জিনিসকে নিজ হাতে সৃষ্টি** করেছেন, **আরশ, কলম, আদন (জান্নাত) ও আদম ﵇।** এরপর অন্য সব সৃষ্টিকে লক্ষ করে বলেন, হও; তখন তারা হয়ে যায়।'[৩০]

এবং সৃষ্টির পরে আদম ﵇ জান্নাতে বসবাস করতেন, সেখানকার খাবার ভক্ষণ করতেন।

وَ قُلْنَا يٰۤاٰدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَ زَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَ كُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا

---

২৮. সুরা ছোয়াদ ৩৮ : ৭২, ৭৫

২৯. নাকযুদ দারিম আলাল মিরিসি, পৃষ্ঠা ৬৪

৩০. মুসতাদরাক হাকিম ৩২৮৬; আরও দেখুন:
"আল্লাহ্ চারটি জিনিসকে তাঁর নিজ হাতে সৃষ্টি করেছেন-Islamqa (শায়খ মুহাম্মাদ সালিহ্ আল-মুনাজ্জিদ)
https://islamqa.info/bn/89966/
অথবা https://archive.is/wip/9ZBZ5 (আর্কাইভকৃত)

আমি বললাম, **'হে আদম! তুমি তোমার স্ত্রীসহ জান্নাতে বসবাস কর এবং যেখানে ইচ্ছা সেখানে আহার কর।'**[৩১]

সংশয়বাদীরা অধিক উচ্চতাবিশিষ্ট মানুষের জন্য ভারসাম্য রক্ষা করা কঠিন হওয়ার বিষয়টি এবং হাড়ের পক্ষে এত দীর্ঘ মানুষের দেহের ভার বহন করা আদৌ সম্ভব কিনা সেই প্রশ্নও তোলে। তারা Square cube Law কেও উদ্ধৃত করে। এক্ষেত্রে ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের জবাব হচ্ছে, যেই ব্যক্তিকে স্বয়ং আল্লাহ নিজ হাতে সৃষ্টি করে রূহ সঞ্চার করেছেন এবং যিনি জান্নাতে বসবাস করে সেখানকার খাদ্য খেয়েছেন—তিনি দৈহিক বা অন্যান্য সকল বিষয়ে হুবহু এখনকার দিনের সাধারণ মানুষের মতো হবেন এমনটি ভাবার কোনো কারণ নেই। তাঁর দেহের মেকানিজম এখনকার মানুষের থেকে ভিন্ন হতেই পারে। হতে পারে আদম ﷺ-এর হৃদপিণ্ড ছিল প্রচণ্ড ক্ষমতাসম্পন্ন, তাঁর হাড়ের গঠন ছিল প্রচণ্ড শক্তিশালী। যার ফলে তাঁর দেহে যথাযথভাবে রক্ত সঞ্চালিত হতে পারতো, তাঁর হাড় দেহের ভার বহন করতে পারতো, এত দীর্ঘ উচ্চতাতেও ভারসাম্য রক্ষা ও জীবনধারণ করতে পারতেন। আল্লাহই সর্বোত্তম জানেন। যারা আদম ﷺ-এর এই উচ্চতার ব্যাপারে অবিশ্বাস করে তারা প্রায়শই বিবর্তন তত্ত্ব উদ্ধৃত করে। বিবর্তনবাদী বিজ্ঞানীরা উল্লেখ করেছেন প্রাচীন পৃথিবীর বহু বৃহৎ আকারের প্রাণী বিবর্তিত হয়ে বর্তমানে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র আকৃতির প্রাণীতে পরিণত হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে—ঘোড়া, টিকটিকি, কচ্ছপ, ফড়িং ইত্যাদি।[৩২,৩৩] এমন আরও

---

৩১. সুরা বাকারাহ, আয়াত : ৩৫

৩২. "Over millennia, some animal species and populations have grown smaller, not larger, according to the fossil record. Ice Age horses that occupied Alaska in the distant past, some anole lizards living on Caribbean islands, many types of turtles, and even dragonflies all shrunk through time, research suggests."
সূত্র:https://www.popsci.com/environment/evolutionary-theory-shrinking-animals/
অথবা https://archive.is/wip/Ylov1 (আর্কাইভকৃত)

৩৩. **"Why animals shrink explained with new evolution theory"** - University of Reading
https://www.reading.ac.uk/news/2024/Research-News/Why-animals-shrink-over-time-explained-with-new-evolution-theory
অথবা https://archive.is/wip/UjegS (আর্কাইভকৃত)

উদাহরণ দেখানো যায়।[৩৪] কেউ কেউ হয়তো এই বলে আপত্তি করতে পারে যে, ঐসব প্রাণীর তো জীবাশ্ম বা ফসিল (Fossil) পাওয়া গেছে; বৃহৎ আকারের মানুষের তো ফসিল পাওয়া যায়নি! এর উত্তরে আমরা অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বলব, পৃথিবীর ইতিহাসে এই বিশাল প্রাণিজগতের বিপুল পরিমাণের প্রজাতির এক অতি ক্ষুদ্র অংশেরই ফসিল পাওয়া গেছে। সমগ্র প্রাণী প্রজাতির মাত্র ০.১% এরও কম সংখ্যক প্রাণী ফসিলে পরিণত হয়েছে। এর মধ্যে থেকেও ক্ষুদ্র এক অংশের ফসিল বিজ্ঞানীরা খুঁজে পেয়েছেন।[৩৫] অবশিষ্ট ৯৯.৯% এরও বেশি পরিমাণ প্রজাতি আদৌ জীবাশ্ম বা ফসিলে পরিণত হয়নি! এত নগণ্য পরিমাণে প্রাপ্ত ফসিলের উপর ভিত্তি করে কী করে নিশ্চিতভাবে এই দাবি করা যেতে পারে যে এখনকার চেয়ে বৃহৎ আকারের মানবের আদৌ অস্তিত্ব এই পৃথিবীতে ছিল না?

তৃতীয়ত:

এই সংক্রান্ত হাদিসের ব্যাপারে মুহাদ্দিসদের মাঝে প্রচলিত একাধিক ব্যাখ্যার মধ্যে একটি হচ্ছে—আদম ﷺ-এর ৬০ হাত দৈর্ঘ্য ছিল জান্নাতে। যখন তিনি পৃথিবীতে নেমে আসেন তখন তাঁর উচ্চতা কমে যায় এবং তিনি অপেক্ষাকৃত খর্বকায় হয়ে যান (বর্তমান সময়ের মানুষের মতো)। এবং এরপর থেকে মানব জাতির উচ্চতা একই রূপ কম আকৃতির হয়ে আসছে। মানব জাতি আবার জান্নাতে ফিরে গেলে তারা আদি পিতা আদম ﷺ-এর উচ্চতায় (৬০ হাত) ফিরে যাবে। যে কারও ৬০ হাত উচ্চতার বিষয়টি জান্নাতের জন্য খাস।

---

৩৪. **"Earth's mammals have shrunk dramatically, and humans are to blame"** - The Washington Post
https://www.washingtonpost.com/news/animalia/wp/2018/04/19/earths-mammals-have-shrunk-dramatically-and-humans-are-to-blame/
অথবা https://archive.is/xSSkn (আর্কাইভকৃত)

৩৫. **"Fossilisation is so unlikely that scientists estimate that less one**-tenth of 1% of all the animal species that have ever lived have become fossils. Far fewer of **them have been found."**
সূত্র:https://www.bbc.com/future/article/20180215-how-does-fossilisation-happen
অথবা https://archive.is/C9Exc (আর্কাইভকৃত)



সূর্যের আরশের নিচে সিজদা করা সংক্রান্ত হাদিসের পর্যালোচনা

অভিযোগ:

সূর্যের আরশের নিচে সিজদা করা সংক্রান্ত হাদিসটি ইসলামবিরোধী মহলে বহুল চর্চিত। এই হাদিসটি দেখিয়ে তারা দাবি করতে চায় হাদিসের মাঝে 'বৈজ্ঞানিক ভুল' আছে। হাদিসে বলা হয়েছে সূর্য ডোবার পর তা আল্লাহর আরশের নিচে সিজদা করে। পুনরায় উদিত হওয়ার জন্য আল্লাহর নিকট অনুমতি চায়। ইসলামবিরোধীরা দাবি করে, আধুনিক বিজ্ঞান থেকে আমরা জানি সূর্যের চারদিকে পৃথিবী ঘোরে, "সূর্য ডোবা" বা "সূর্য উদিত হওয়া" বলে কিছু নেই। তাদের দাবিমতে সূর্য কর্তৃক নিজ কক্ষপথ ছেড়ে কোনো ঈশ্বরের আরশের নিচে চলে গিয়ে মানুষের মতো সিজদা করা এবং পুনরায় উদিত হওয়ার জন্য অনুমতি প্রার্থনার তথ্য চরম অবৈজ্ঞানিক এবং রূপকথার গল্পের বেশি কিছু নয় (নাউযুবিল্লাহ)।

জবাব:

ইসলামবিরোধীদের অভিযোগ পর্যালোচনার জন্য শুরুতেই আমরা হাদিসটি দেখে নিই। এই সংক্রান্ত হাদিস বুখারী, মুসলিম সহ বিভিন্ন গ্রন্থে আছে। সন্দেহাতীতভাবে এই হাদিস সহীহ।

عَنْ أَبِي ذَرٍّ .رضى الله عنه .قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لأَبِي ذَرٍّ حِينَ غَرَبَتِ الشَّمْسُ " تَدْرِي أَيْنَ تَذْهَبُ " . قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ ،" فَإِنَّهَا تَذْهَبُ حَتَّى تَسْجُدَ تَحْتَ الْعَرْشِ، فَتَسْتَأْذِنَ فَيُؤْذَنَ لَهَا وَيُوشِكُ أَنْ تَسْجُدَ فَلاَ يُقْبَلَ مِنْهَا، وَتَسْتَأْذِنَ فَلاَ يُؤْذَنَ لَهَا، يُقَالُ لَهَا ارْجِعِي مِنْ حَيْثُ جِئْتِ. فَتَطْلُعُ مِنْ مَغْرِبِهَا، فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ".

আবূ যার ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ সূর্য অস্ত যাওয়ার সময় আবূ যার ﷺ-কে বললেন, **তুমি কি জানো, সূর্য কোথায় যায়?** আমি বললাম, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। তিনি বললেন, **তা যেতে যেতে আরশের নিচে গিয়ে সিজদায় পড়ে যায়। এরপর সে পুনঃ উদিত হওয়ার অনুমতি চায় এবং তাকে অনুমতি দেওয়া হয়। আর অচিরেই এমন সময় আসবে যে, সিজদা করবে তা কবুল করা হবে না এবং সে অনুমতি চাইবে কিন্তু অনুমতি দেওয়া হবে না। তাকে বলা হবে যে পথে এসেছ, সে পথে ফিরে যাও। তখন সে পশ্চিম দিক হতে উদিত হবে—এটাই মর্ম হল আল্লাহ তাআলার বাণী, আর সূর্য গমন করে তার নির্দিষ্ট গন্তব্যের দিকে, এটাই পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞের নিয়ন্ত্রণ।**(সুরা ইয়াসিন, আয়াত: ৩৭)[৬৭]

সূর্য কী করে 'সিজদা' করে বা অনুমতি চায়?

কুরআন ও হাদিসে 'সিজদা' কথাটি দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে, এর অর্থ ঠিকভাবে না বুঝেই অনেকে বৈজ্ঞানিক ভুলের অভিযোগ করে। ইসলামবিরোধীরা সূর্যের ব্যাপারে 'সিজদা', 'অনুমতি প্রার্থনা' এই কথাগুলো দেখেই দাবি করে এখানে মানুষের ন্যায় মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে সিজদা করা কিংবা মানুষের ন্যায় কথা বলে অনুমতির কথা বোঝানো হচ্ছে, অথচ সূর্য তো একটি নক্ষত্র। আধুনিক বিজ্ঞানের যুগে আমরা জানি যে নক্ষত্র কখনো মানুষের ন্যায় এসব কাজ করে না, অতএব হাদিসে রূপকথা আছে (নাউযুবিল্লাহ)! মূলত ইসলামের এসব সমালোচকরা কুরআন ও হাদিসে ব্যবহৃত পরিভাষাগুলো সম্পর্কে অজ্ঞ। আল কুরআন অনুযায়ী আসমান ও জমিনের সব কিছুই আল্লাহ ﷻ-কে 'সিজদা' করছে। এই সিজদাকারীদের মাঝে জীব, জড় সবকিছুই আছে।

وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْهًا وَّظِلٰلُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ ۝

৬৭. সহীহ বুখারী, হাদিস নং : ২৯৭২; আরো দেখুন, সহীহ মুসলিম, হাদিস নং : ১৫৯

"আর আল্লাহর জন্যই **আসমানসমূহ ও জমিনের সবকিছু অনুগত ও বাধ্য হয়ে সিজদা করে** এবং সকাল ও সন্ধ্যায় **তাদের ছায়াগুলোও।**"[৬৮]

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يَسْجُدُ لَهٗ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُوْمُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَآبُّ وَكَثِيْرٌ مِّنَ النَّاسِ ؕ وَكَثِيْرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ ؕ وَمَنْ يُّهِنِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ مُّكْرِمٍ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ۧ

"তুমি কি দেখো না যে, **আল্লাহর উদ্দেশ্যে সিজদা করে যা কিছু রয়েছে আসমানসমূহে এবং যা কিছু রয়েছে জমিনে, সূর্য, চাঁদ, তারকারাজি, পর্বতমালা, বৃক্ষলতা, জীবজন্তু ও মানুষের মধ্যে অনেকে।** আবার অনেকের উপর শাস্তি অবধারিত হয়ে আছে। আল্লাহ যাকে অপমানিত করেন তার সম্মানদাতা কেউ নেই। নিশ্চয় আল্লাহ যা ইচ্ছা তাই করেন।"[৬৯]

اَوَ لَمْ يَرَوْا اِلٰى مَا خَلَقَ اللّٰهُ مِنْ شَيْءٍ يَّتَفَيَّؤُا ظِلٰلُهٗ عَنِ الْيَمِيْنِ وَالشَّمَآئِلِ سُجَّدًا لِّلّٰهِ وَهُمْ دٰخِرُوْنَ ۝ وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ مِنْ دَآبَّةٍ وَّالْمَلٰٓئِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ ۝

"তারা কি লক্ষ করে না **আল্লাহর সৃষ্ট বস্তুর প্রতি, যার ছায়া ডানে ও বামে ঢলে পড়ে একান্ত অনুগত হয়ে আল্লাহর প্রতি সিজদাবনত হয়? আর আল্লাহকেই সিজদা করে যা কিছু আছে আসমানসমূহে ও জমিনে, যত জীবজন্তু আছে সেসব এবং ফিরিশতাগণও,** তারা অহংকার করে না।"[৭০]

---

৬৮. সুরা রাদ, আয়াত : ১৫
৬৯. সুরা হজ, আয়াত : ১৮
৭০. সুরা নাহল, আয়াত : ৪৮-৪৯

وَّالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدٰنِ ۝

"আর **তারকা ও গাছ-পালা সিজদা করে।**"[৭১]

আয়াতগুলোতে বলা হচ্ছে শুধু মানবজাতিই না বরং চাঁদ, সূর্য, তারকারাজি, পর্বতমালা, গাছ-পালা, জীবজন্তু, ফেরেশতা তথা আসমান ও জমিনের সবকিছু এমনকি তাদের ছায়াও আল্লাহ ﷻ-কে 'সিজদা' করছে। আয়াতগুলোর সরল অনুবাদ দেখেই বোঝা যাচ্ছে 'সিজদা' শব্দ দ্বারা সব সময়ে মানুষ যেভাবে সিজদা করে সেটিকে বোঝানো হচ্ছে না। এই সরল অনুবাদ থেকেই ইসলামবিরোধীদের আনীত 'বৈজ্ঞানিক ভুল' (!) এর অভিযোগের অসারতা বোঝা যাচ্ছে। ইসলামবিরোধীরা অভিযোগ করে নবী ﷺ-এর যুগে মানুষ সূর্য বা অন্যান্য নক্ষত্রের ব্যাপারে বৈজ্ঞানিক ধারণা রাখতো না বিধায় তিনি সূর্যের ব্যাপারে ভুলভাল কথা বলে মানুষকে বিভ্রান্ত করেছেন (নাউযুবিল্লাহ)। কিন্তু সে যুগে মানুষ সূর্যের ব্যাপারে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান না রাখলেও গাছপালার ব্যাপারে অন্তত এটা জানতো যে এগুলো নড়াচড়া করে না বা মানুষের ন্যায় ঝুঁকে সিজদা করে না। কিন্তু আল কুরআনে স্পষ্টত বলা হয়েছে যে গাছপালাও 'সিজদা' করে! এ থেকে বোঝা গেল কুরআন-হাদিসে 'সিজদা' পরিভাষার দ্বারা সর্বদা মানুষের ন্যায় কপাল ঠেকিয়ে সিজদাকে বোঝানো হয় না বরং এর ব্যাপক অন্য কোনো অর্থ আছে।

'সিজদা' দ্বারা তবে কী বোঝানো হচ্ছে?

> **"সিজদা মানে আনুগত্য প্রকাশ করার জন্য ঝুঁকে পড়া, আদেশ পালন করা এবং পুরোপুরি মেনে নিয়ে মাথা নত করা।** পৃথিবী ও আকাশের প্রত্যেকটি সৃষ্টি আল্লাহর আইনের অনুগত এবং তাঁর ইচ্ছার চুল পরিমাণও বিরোধিতা করতে পারে না—এ অর্থে তারা প্রত্যেকেই আল্লাহকে সিজদা করছে।"[৭২]

সুরা হজের ১৮ নং আয়াতের তাফসিরে ইমাম ইবন কাসির ﷺ উল্লেখ করেছেন,

> "আল্লাহ ﷻ ইরশাদ করেন: কেবলমাত্র তিনিই যাবতীয় ইবাদতের উপযোগী অন্য কেউ নহে। তাঁহারই আযমত ও বড়ত্বের কারণে **সকল**

---

৭১. সুরা আর-রহমান, আয়াত : ৬

৭২. তাফসির আবু বকর যাকারিয়া, সুরা রা'দের ১৫ নং আয়াতের তাফসির

বস্তু তাঁহার সম্মুখে সিজদাবনত। তবে সকলের সিজদার ধরন এক নহে। প্রত্যেক বস্তুর সিজদা তাহার অবস্থানুসারে হইয়া থাকে। ... আল্লাহ ﷻ এই আয়াতে বিশেষ কয়েকটি জিনিসের উল্লেখ করিয়াছেন, কারণ উল্লিখিত জিনিসগুলোর কেবল ইবাদত করা হইত। এইগুলোর সিজদার কথা উল্লেখ করিয়া আল্লাহ ﷻ ইহা বুঝাইয়াছেন যে, যেই চন্দ্র, সূর্য ইত্যাদির তোমরা উপাসনা কর, **প্রকৃত প্রস্তাবে উহারা আল্লাহর ইবাদত করে এবং তাঁহার হুকুম পালন করে।**"[৭৩]

এই আলোচনার পর ইবন কাসির ﷺ সূর্যের আরশের নিচে সিজদার হাদিসটিও উল্লেখ করেছেন।

'সিজদা' বলতে কী বোঝায়? সৃষ্টিজগতে মানুষ বাদে অন্য কারও 'সিজদা'র কথা উল্লেখ থাকার অর্থ কি এই যে তাদের ব্যাপারে মানুষের ন্যায় মাটিতে কপাল ঠেকিয়ে সিজদা করা বোঝানো হচ্ছে? এ ব্যাপারে শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবন তাইমিয়া ﷺ বলেছেন,

وَمَعْلُومٌ أَنَّ سُجُودَ كُلِّ شَيْءٍ بِحَسَبِهِ لَيْسَ سُجُودُ هَذِهِ الْمَخْلُوقَاتِ وَضْعَ جِبَاهِهَا عَلَى الْأَرْضِ

"এটি তো জানা বিষয় যে **প্রতিটি বস্তু এর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য অনুসারে 'সিজদা' করে। আর সৃষ্টিজগতের এসব সিজদার অর্থ এই নয় যে এরা (মানুষের মতো) মাটিতে কপাল ঠেকায়।**"[৭৪]

তিনি এ প্রসঙ্গে আরও বলেন,

"সিজদা হচ্ছে বিনয়ের একটি প্রকরণ। কাজেই **সকল সৃষ্টির ক্ষেত্রে যে 'সিজদা'র কথা বলা হয়, সেখানে এদের চূড়ান্ত ধরনের বিনয় এবং আনুগত্যের কথা বোঝানো হয়।** কেননা প্রতিটি সৃষ্ট বস্তুই তাঁর (আল্লাহর) বড়ত্বের নিকট আত্মসমর্পণ করে, তাঁর মহান শক্তি ও ক্ষমতার সামনে আত্মসমর্পণ করে। তবে **এর অর্থ এই নয় যে সকল**

---

৭৩. তাফসির ইবন কাসির, ৭ম খণ্ড, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, সুরা হজের ১৮ নং আয়াতের তাফসির, পৃষ্ঠা ৪১০

৭৪. মাজমুউল ফাতাওয়া–ইবন তাইমিয়া, খণ্ড ২১, পৃষ্ঠা ২৮৪

বস্তুই মানুষ যেভাবে দেহের ৭টা অংশের সহযোগে মাটিতে কপাল ঠেকিয়ে সিজদা করে, ঠিক সেভাবেই সিজদা করে। বরং এই ধরনের (মাটিতে কপাল ঠেকিয়ে) সিজদা তো শুধু মানবজাতির জন্য প্রযোজ্য। এমনকি কিছু (পূর্বের) উম্মত ছিল যারা নত হতো, কিন্তু (এই উম্মতের মতো) সিজদা করতো না। কিন্তু তাদের জন্য সেটিই ছিল 'সিজদা'। যেমনটি আল্লাহ ﷻ বলেছেন,

"এবং দরজা দিয়ে নতশিরে প্রবেশ কর। আর বলো, 'ক্ষমা চাই।"[৭৫]

এখানে মূলত তাদেরকে (বনী ইস্রাঈল) মাথা নত করে প্রবেশ করতে বলা হয়েছিল। আর তাদের মাঝে কেউ কেউ এক পাশে সিজদা করে, যেভাবে ইহুদিরা করে থাকে। কাজেই 'সিজদা' কথাটি একটি শ্রেণিগত পরিভাষা (generic term)। **মুসলিমদের সিজদা খুবই সুপরিচিত একটি জিনিস এবং এ কারণে অনেকেই (এই শব্দটি শুনলেই) মনে করে সবকিছু বুঝি এভাবেই 'সিজদা' করে!**"[৭৬]

আল কুরআনে আরও উল্লেখ আছে যে, আসমান, যমীন আর এগুলোর মাঝে যা আছে সব কিছুই আল্লাহর মহিমা ঘোষণা করে। যদিও মানুষ এদের মহিমা ঘোষণা অনুধাবন করতে পারে না। এই মহিমা ঘোষণা মোটেও মানুষের মতো নয়।

تُسَبِّحُ لَهُ السَّمٰوٰتُ السَّبْعُ وَ الْاَرْضُ وَ مَنْ فِيْهِنَّ ؕ وَ اِنْ مِّنْ شَیْءٍ اِلَّا یُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ وَ لٰكِنْ لَّا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِیْحَهُمْ ؕ اِنَّهٗ كَانَ حَلِیْمًا غَفُوْرًا

"সাত আসমান ও জমিন এবং এগুলোর অন্তর্বর্তী **সবকিছু তারই পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে এবং এমন কিছু নেই যা তাঁর সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে না; কিন্তু তাদের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা তোমরা বুঝতে পার না;** নিশ্চয় তিনি সহনশীল, ক্ষমাপরায়ণ।"[৭৭]

---

৭৫. সুরা বাকারাহ, আয়াত : ৫৮
৭৬. জামিউর রাসাইল–ইবন তাইমিয়া, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২৭-২৮
৭৭. সুরা আল-ইসরা (বনী-ইসরাঈল), আয়াত : ৪৪